৬ মাসের হোমিও প্রশিক্ষণে ভর্তি

যুবকর্মসংস্থান ও মেডিসিন উন্নয়ন সংঘ এখন একটি প্রতিষ্ঠান। যার পরিচালক আমি ডাঃ মোতালিব মিয়া হোমিওপ্যাথিক একক শিক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়েছি। নতুন পদ্ধতির হোমিও শেখানো আমার পেশা ও নেশা। আমার ভাষায় হোমিওপ্যাথিক **গুরুমুখী বিদ্যা** এবং আমি নিজেও শিখেছি গুরুর কাছেই। পুঁথিগত বিদ্যায় ডাক্তার হওয়া যায় কিন্তু ডাক্তারী করা যায় না। আমার উছিলায় বহু পরিবার এলোপ্যাথিক ঔষধমুক্ত।

আপনার ৬ মাসের সময় ৪৩৮০ ঘন্টা থেকে আমাকে মাত্র ২৪ ঘন্টা দিন। দেখুন আপনার জীবন কোন দিকে যায়। এতে আপনি স্ত্রী-পুত্র-মেয়ে ও মহল্লাবাসী সহ রোগমুক্ত থাকবেন। একথা শুনে সবায় হেসেই উপহাস করতো। এখন আমি উপহাসের পাত্র নই। আমি প্রমাণ করতে পেরেছি, ৪০০ পরিবার বর্গ এলোপ্যাথিক ঔষধ মুক্ত এবং সম্ভব, আপনিও যাচাই করুন।

আমার থিওরী এলোপ্যাথিক ঔষধ থেকে ৯৯% রোগ হয়। ঔষধ মানুষের শত্রু। ঔষধ ছাড়া থাকা সম্ভব, যুদ্ধে যতলোক মারা যায় তার চেয়ে বেশী লোক মারা যায় ঔষধে। কথায় আছে, যে নিজে চেষ্টা করেনা, ভাগ্য তাকে সাহায্য করে না। ৬ মাসের হোমিও প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা নাকছিটকাতো আশাকরি তা উল্টে গেছে। আমাদের গ্র্যারান্টি আছে প্রশিক্ষণে আপনার পরিবর্তন আসবেই।

যেমনঃ একটি রাজনৈতিক সমাবেশে বোমা ফুটলে কেউ থাকবে না, সব পালাবে। কিন্তু আর্মি দলে বোমা ফুটলে একজনও পালাবে না, কিন্তু কেন? একমাত্র প্রশিক্ষণের কারনে এ পরিবর্তন। শুধু টাকা সঞ্চয়ই জীবনের উদ্দেশ্য না। সুখ দেখা যায়, শান্তি দেখা যায় না। উক্ত প্রশিক্ষণে আত্মার শান্তি যোগায়।

৬ মাসের হোমিও প্রশিক্ষণে ক্লাশ হয়, প্রতি শনিবার ৯ টা-১২ টা। এছাড়া স্পেশাল ক্লাশের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষান্তে সরকারী তালিকাভূক্তি নম্বরসহ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যাচাই ক্লাশে আসুন, খরচ নয় বিনিয়োগ। ঠিকানাঃ এমকো বিকল্প হোমিও ক্যান্সার সেবালয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এমকো বিকল্প

হোমিও ক্যান্সার সেবালয়

প্রতিষ্ঠাতা

ডাঃ মোতালিব বি এইচ এম এস (ঢাবি)

(৩২ বৎসরের হোমিও অভিজ্ঞতা)

প্রকাশকাল ঃ- ১৫/১২/২০০৯ইং

মূল্য ঃ- ১০.০০ টাকা

তত্ত্বাবধানে-

৪০০ ক্ষুদে দার্শনিক

(সোমবার বন্ধ) **https://mptcare.com**

স্থায়ী ঠিকানা- ৯নং রোড, রসূলবাগ (জিয়াস্বরণী ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে), পোঃ দনিয়া, কদমতলী, ঢাকা ১২৩৬। **মোবাঃ ০১৫৫২ ৩৫৯৫৪৫**

যোগাযোগঃ শনিআখড়া বা জুরাইন হতে রিক্সায় জিয়াস্বরণী রোডের দক্ষিণ মাথায় ব্রীজের ২০০ গজ পশ্চিমে।

বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?

বট গাছের বীজ সরাসরি গজায় না, পাখিতে খেলে মল বা বিষ্টার সাথে নি:সরণে বট বীজ অঙ্কুরোধগম হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র বট বীজ কালে কালে বৃহৎ বট বৃক্ষ হয়ে যাবে। তদ্রুপ ক্যামিকেল বা ঔষধ-বড়ি খেলে বড় চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটে। কালে কালে নামে-বেনামে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার জীবাণু গঠিত ব্যাধি নয়। আল- াহর হালাল সৃষ্টি খেলে ক্যান্সার হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিতে ক্যান্সার হয়। কোমল পানীয়, কীটনাশক, ঔষধ-বড়ি, ক্যামিকেল ইত্যাদি সহ পরিবেশ দূষনে আপনি সচেতন হউন।

অক্ষর জ্ঞান ও সরকারী সার্টিফিকেটে শিক্ষিত লোক হয় না। শিক্ষিত অথচ বিভেক দংশনকারীরা ধনী লোক, বড় লোক নয়; আপনি বড়লোক। মন, দিল, বিভেক, আত্মা বা নিয়ত স্বচ্ছ আছে। আপনাকে দ্বারা আমাদের ঔষধ মুক্ত দর্শন প্রযুক্তি হবে। নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করবেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আপনারই। ইহা স্কুল বহির্ভূত শিক্ষা।

জ্ঞানপাপীদের আবিস্কার হতে সাবধান। ৯৯% ব্যাধি হয় ক্যামিকেল আগুনের কারণে। কিন্তু আমরা আধুনিকতার নামে নিজেদের কবর রচনা করি। প্রশিক্ষণ মানুষকে আলোকিত করে; সমস্যা মোকাবিলা করে ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। দেশ, সমাজ, পৃথিবী ও দর্শন প্রযুক্তিকে বুঝতে সাহায্য করে।

অন্যস্থানে বলছি- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু মানুষ কমছে। নিজে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের ঔষধ মুক্ত দর্শন প্রযুক্তি কাজে লাগান। আপনি আমাদের সহযাত্রী হোন। হাতে-হাত মিলান। আল্লাহ আমাদের সফলতা দিন। - আমীন!!!

আমার ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী

প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট কর্মসংস্থান

এখন আর আমরা উপহাসের পাত্র নই। আমার ছাত্র/ ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমি গর্ব করি। অল্প শিক্ষিত বেশী শিক্ষিত সবার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। নিজ পরিবার সহ বহু মেডিক্যাল ফেরত রোগী ভাল করেছেন।

ইহা হ্যানিম্যান অর্গানন সিলেবাসের গুণ বা দার্শনিক চিকিৎসা। আপনারা জানেন 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে দর্শন' বলে। উক্ত প্রশিক্ষণ কৌশল বিকল্প সহজ গরীবদের দর্শন ব্যবস্থা। ক্ষুদে দার্শনিকদের মন্তব্য- যে ডাক্তারের নামের শেষে যত বেশী ইংরেজী অক্ষর ডিগ্রী। সে ডাক্তারের রোগী তত বেশী জটিল। সম্ভবত বহুদিনের ঔষধীয় কুফল।

আবারও বলছি- মানুষ ধনকে পাহারা দেয় আর জ্ঞান পাহারা দেয় মানুষকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু মানুষ কমছে । সরকার অনুমোদিত ৬ মাসের হোমিও প্রশিক্ষণটা নিয়ে আপনার ফ্যামিলিকে ঔষধ মুক্ত রাখুন ও ফুলটাইম/ পার্টটাইম সমাজের সেবা করুন।

প্রশিক্ষণের পর বুঝতে পারবেন ক্যান্সার বা চিকিৎসা বিভ্রাট কি? নি:সন্দেহে আপনাকে আর কোনদিন অন্যদের চিকিৎসা আশ্রয়ে যেতে হবে না। ব্যবস্থা পত্র ছাড়া ঔষধ ক্রয় বিশ্বের কোথায়ও নেই। যারা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ঔষধ ক্রয় করেন তারা জ্ঞানী নয়।

হ্যানিম্যানের জিবনী

১৭৫৫ সনে জার্মানে জন্ম। ১৭৭৫ সনে শিক্ষা জীবন শেষ। ১৭৮২ সনে প্রথম বিয়ে করেন। ১৭৯০ সনে হোমিওপ্যাথ আবিষ্কার করেন। ১৭৯৬ সনে ঔষধ শক্তি করন করেন। ১৮১০ সনে ১ম অর্গানন প্রকাশ। ১৮৩০ সনে ১ম স্ত্রী মারা যায় এবং ১৮৩৫ সনে দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ে করেন। ১৮৩৫ সনে ২য় স্ত্রী সহ মুসলমান হন (৪/৪/২০০২ইং, দৈনিক ইনকিলাব)।

হ্যানিম্যান মিউজিয়ামে পাউইজ প্যালেস, গ্রেট অরমন্ড ষ্ট্রিট, লন্ডন ডব্লিউসিতে কোরআন সহ ১০০ বই, জায়নামাজ, টুপি, তসবিহ এখনও সংরক্ষিত। জায়নামাজে সেজদার চিহ্ন পর্যন্ড় রয়েছে।

অবশেষে মারা যান ১৮৪৩ সনে ২রা জুলাই কবরস্থ করা হয় ১১ই জুলাই। সম বিশ্বাসী মুসলমান না থাকায় দাফনে দেরী হয়েছে। তিনি ১১টি ভাষা জানতেন, আরবি লেখা, পড়া ও অর্থসহ বুঝতে পারতেন। কোরআনের বিভিন্ন সেক্টর থেকে হোমিও প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেন। হ্যানিম্যানের গুরুর নাম বন কোয়ারিন।

আমাদের আন্দোলন রসায়ন (ঔষধ) জটিলতার বিরুদ্ধে।

ইচ্ছা করলে ঔষধবিহীন জীবন যাপন সম্ভব। এলোপ্যাথিক ঔষধ ৯৯% রোগের কারন। উক্ত চিকিৎসা বিভ্রাটের সমাধান চাই। সমাধানটি হতে হবে শারিরীক, মানসিক, আর্থিক ও বীনা কষ্টে। আমাদের দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল **ক্যান্সার চিকিৎসা বিভ্রাট, মানব সৃষ্টি রাসায়নিক জটিলতা।** আমাদের আন্দোলন রাসায়নিক জটিলতার বিরুদ্ধে।

একদল গবেষক প্রমাণ করতে চায় ক্যান্সার জীবাণু গঠিত রোগ না এবং জীবাণু রোগের কারণ না। মোটকথা হচ্ছে মানুষ, মানব সৃষ্টি খেতে পারবে না (ফাষ্টফুড)। আল্লাহর সৃষ্টি হালাল সব খেতে পারবে। তবেই আমাদের আন্দোলন সার্থক। ঔষধ মানুষের বন্ধু নয় শত্রু। অবুঝ সমাজকে বুঝানো আমাদের কর্তব্য বা দায়িত্ব। আজ আর নয়। আমাদের যাচাই করুন।

আমাদের লক্ষ্য হলো টিকে থাকার যুক্তি। কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধ বিহীন সমাজ। চিকিৎসা বিভ্রাট রহিত করনার্থে কেন্দ্র স্থাপন। দুনিয়াতে প্রতিটি বস্তু কণা আলাদা। মানুষ চেয়ার-টেবিল নয় কেটে-কুটে ঠিক করতে হবে। মতান্তরে ক্যান্সারে অস্ত্রপচার আবশ্যক নয়। কিন্তু দুর্গঠনায় অস্ত্রপচার আবশ্যক হতে পারে।

আমাদের শর্ত হচ্ছে- রোগীকে বীনা কষ্টে আরোগ্য করতে হবে। যারা টাকার জন্য ক্যান্সার চিকিৎসা করতে পারেন না। বিকল্প ক্যান্সার সেবা পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার কিন্তু অপারেশন বা কাটা-কুটির আগে আসতে হবে। ক্যান্সার আল্লাহ প্রদত্ত ব্যাধি না রাসায়নিক আগুনে পোড়ার মত দুর্ঘটনা।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। পুনরায় বলছি সব জীবাণু রোগের কারণ না। যদি তা-ই হতো তবে দুনিয়াটা এতদিনে গোরস্থান হয়ে যেত। বিশ্বে যতলোক যুদ্ধে মারা যায়; তারচেয়ে বেশী লোক মারা যায় ঔষধ জনীত কুফলের কারণে। পূর্বে বলেছি ৯৯% রোগ হয় ঔষধীয় রাসায়নিক কারণে। সম্ভবত: মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করেন ও নিজেই নিজেকে কঠিন করেন। মানুষ মানুষের ক্ষতি করলে স্বয়ং আল্লাহ ও তার সমাধান দেন না। রোগ অহংকারী বৈজ্ঞানিক ডাক্তারের রিচার্সের ফসল।

সমাজটা সার্কাস ঘরের হাতীর মত হয়ে গিয়েছে। যেমনঃ তরুন রোগ চিকিৎসা করলে প্রাচীন রোগ হয়। প্রাচীন রোগ চিকিৎসা করলে জটিল রোগ হয়। জটিল রোগ চিকিৎসা করলে কালে কালে বড় মাপের চিকিৎসা বিভ্রাট বা ক্যান্সার ঘটে। ঔষধ থেকে ঘুরে দাড়ান ও দৃষ্টি পাল্টান জীবন বদলে যাবে। আক্রান্ত প্রকৃতির প্রতিশোধ মাত্র। জন্মনিয়ন্ত্রণের আজ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠ পদ্ধতি আবিস্কার হয় নাই, হবেও না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে হাত ধরলে, সে হাত অনলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমার একই কথা ৯৯% রোগ হয় রাসায়নিক জটিলতার কারণে। রাসায়নিক বর্জন করে বিশ্বকে ক্যান্সার মুক্ত করুন।

আমার আহবান

১। মানব সৃষ্টি বর্জন করুনঃ

প্যাকিং খাদ্য, পটের দুধ, চিপস, হালকা পানীয়, বিস্কুট, চানাচুর, লজেন্স,আইসক্রীম,জন্মনিয়ন্ত্রণ, টিকা, সিগারেট, কৃত্রিম ভিটামিন, ব্যবস্থাপত্র হীন ঔষধ-বড়ি ইত্যাদি রাসায়নিক কু-আবিস্কার।

২। আল্লাহর সৃষ্টি সংগ্রহ করুনঃ

সুসম খাদ্য, চিংড়ী, পুঁটি, বোয়াল, ভাইং, ঘোতুম, গরুর মাংস, হাসের ডিম, মুরগীর ডিম, কচুর লতী, শুটকী, বেগুন ইত্যাদি সহ কমদামী খাদ্য পরিবেশন আবশ্যক।

৩। মানুষ ফল-ভূজী জীব ও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীলঃ

আম, জাম, কাঁঠাল, আতা, আনারস, কলা, কমলা, বেল, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, ডালিম, তরমুজ, ক্ষিরা, বাঙ্গী, লটকন, পেলাগোটা, ডাব ইত্যাদি দেশীয় ফল সমাদৃত হওয়া উচিৎ; বিদেশী ফলের চেয়ে গুণাগুণ বেশী।

৪। অতিরিক্ত ভিটামিনের জন্যঃ
হেলেমঞ্চা, তেলাকূচা, কচুপাতা ও মাশরুম বিশ্বমানের খাদ্য।

৫। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষুদে দার্শনিকদের ঔষধ জীবনে একবারই ক্রয় করতে হবে।

৬। অগ্রীম চিকিৎসা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও টিকা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।